International Conference on
Researches in Engineering, Science, Technology, Management and Humanities (ICRESTMH – 2024)
25th August 2024, Bhubaneshwar, Odisha, India

CERTIFICATE NO : ICRESTMH/2024/C0824807

রবীন্দ্র আলোকে বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে তীব্র লোভ ও মোহজাল

Harun All Rasid, Dr. Abu Hannan Gazi

Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

১৯৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। এই দুটি উপন্যাস প্রায় সমসাময়িক, অনেকে বলেছিলে 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেরই পরিশিষ্ট অংশ, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের বিকৃত দেশপ্রেমের আদর্শবলী একটা দাম্পত্য জীবনে তীব্র লোভ ও মোহজাল বিস্তার করে কীভাবে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল তা নিখিলেশ ও বিমলার আকর্ষণ- বিকর্ষনের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের সাথে বিমলার দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল কানায় কানায় পূর্ণ, বিমলার কাছে নিখিলেশ ছিল রাজপুত্রের মতো। নিখিলেশও বিমলা যেমন ভাবে চেয়েছে তেমনভাবে ভালোবেসেছে। এমনকি ঘরের বদ্ধ জীবনের গন্ডির বাইরে বিমলাকে বের করে মুক্ত প্রকৃতির স্বাদ দিতে চেয়েছিল নিখিলেশ। নিখিলেশ ভেবেছিল বাইরের জগতের সাথে মিশতে দিলে বিমলা নিজেকে বুঝতে শিখবে, ঠিক ভুল বিচার করতে পারবে। সে বলত-

"আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা- পাওনা বাকী আছে।"[১]

নিখিলেশের কাছ থেকে বিমলা ভালোবাসা পেয়েছে। নিখিলেশ কলকাতায় তাকে নিয়ে যেতে চাইলে সংসারের প্রতি আকর্ষণে সে যেতে চায়নি, এমনকি বিমলা স্ত্রী বলে সবসময় তার কথা মেনে চলবে এমনটাও নিখিলেশ চায়নি। তাই বিমলাকে সে বলেছে-

"স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবেনা, আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তা ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী,"[2]

এভাবেই নিখিল ও বিমলার নিখুঁত দাম্পত্য চলতে চলতে হঠাৎ বাইরের ডাক পড়ে বিমলার জীবনে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেই ডাক ভেসে আসে, নিখিলেশের সাথে সংসারে ডুবে থেকেও বিমলা সেই ডাকে সাড়া দিতে উতলা হয়ে ওঠে। এই নবযুগের আগমনের ফলে সুখের দাম্পত্যে বেসুর বাজতে শুরু করে। এই নবযুগের রং বিমলা যেন নিজের রক্তে মিশিয়ে নিয়েছে। ফলে বিদেশী পোষাক পুড়িয়ে ফেলার কথা নিখিলেশকে বলতে সে দ্বিধা বোধ করেনি, এর থেকে শুরু হয় নিখিলেশের সাথে বিমলার ব্যবধান; স্বদেশীর নেশা তাকে এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে নিখিলেশের সাথে তার হৃদয়যোগ ছিন্ন হয়ে গেছিল নিখিলেশ দেশ সেবা করলেও বন্দনা করতে পারে না কারন সে জানে বন্দনা করলে দেশের সর্বনাশ। সন্দীপের মুখে শোনা বন্দেমাতরম শব্দের সিংহনাদে বিমলার মনে উত্তেজনার বান এসেছে, সেই সন্দীপকে যখন দুলে দুলে বক্তৃতা দিতে দেখেছে তখন বিমলার মন অভিভূত হয়েছে, সে বলেছে-

"কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপ বাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল।" [৩]

সেই সময় থেকে বিমলা যে নিখিলেশের স্ত্রী কিংবা রাজবাড়ির বউ বলে পরিচয় না দিয়ে, সে নিজেকে বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি মনে করেছে।

সন্দীপের সাথে পরিচয় করে ফিরে আসার পর থেকে বিমলার মনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন, আনন্দ ও অহংকারের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। সে বলেছে-

International Conference on
Researches in Engineering, Science, Technology, Management and Humanities (ICRESTMH – 2024)
25th August 2024, Bhubaneshwar, Odisha, India

"একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুলে কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার আজানুলম্বিত চুল।,"[৪]

বিমলার মধ্যে এই পরিবর্তন নিখিলেশ লক্ষ্য করেছিল, নিখিলেশের সাথে নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে যে বাইরের সন্ধান বিমলা পায়নি সন্দীপের বক্তৃতা তাকে সেই বাইরের জগতে টেনে এনেছিল, দেশের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে নিখিলেশের সাথে সন্দীপের - বিস্তর পার্থক্য। তাই বিমলা সন্দীপকেই নিজের আদর্শ হিসাবে বেছে নেয়। আসলে সন্দীপের দেশপ্রেম এর আড়ালে ছিল লোভী ও বিলাসী মন। বিমলাকেও লোভ দেখিয়ে সে আকর্ষিত করেছে। বিমলার মনে স্বদেশীর যে আগুন সন্দীপ জ্বালিয়েছিল নয় বছরের সুখী দাম্পত্যে সেই আগুনে পুড়তে শুরু করে। সে বলেছে। "বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোট জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরী।"[৫]

নিখিলেশ ছিল একজন খাঁটি প্রেমিক যে বিমলাকে আরও নিবিড়ভাবে পেতে চেয়েছিল, তাই সে চেয়েছিল বাইরের আকর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন বিমলার অভিজ্ঞতা হয়। কারণ সে জানে প্রেমিকা নিজে থেকে ধরা না দিলে তাকে জোর করে ধরে রাখা যায় না। সে বলেছে-

"স্মৃতি সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা খুলে, আমি ঘর সাজাতে চায়নি, বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমলাকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।"[৬]

নিখিলেশ যখন বুঝতে পারে সন্দীপের মনোভাবের মধ্যে স্থূল লোলুপতা আছে তখন তার প্রতি অবিশ্বাস এসেছে নিখিলেশের। কিন্তু সেই সন্দীপকেই বিমলা মনে মনে পূজা করে। এই দেখে নিখিলেশ বিমলাকে কিছু বলেনি কারন, বিমলার তার প্রতি ঈর্ষা বেড়ে যাবে। সন্দীপের ছদ্মবেশী মনোভাব সে টের পায় যখন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কাজ না করে এক জায়গায় বসে কাজ করবার সিদ্ধান্ত সন্দীপ গ্রহণ করে।

সন্দীপ বিমলাকে ঘিরেই দেশের কাজে মেতে উঠতে চেয়েছিল। সন্দীপের এই কারসাজি বিমলা ধরতে পারেনি, স্ত্রীকে বাইরে বের করার পর এমন নির্মম অভিজ্ঞতা হবে নিখিলেশ তা বুঝতে পারেনি। একদিন বিমলার বাইরে বেরিয়ে আসা নিয়ে চন্দ্রনাথ- বাবু নিখিলেশ কে পরামর্শ দিয়ে ছিল কিন্তু বিমলা বাইরে এসে নিখিলেশের মনে আঘাত দেয়। সেই অবসাদ কাটাতে চন্দ্রনাথবাবুর কথায় নিখিলেশ দার্জিলিং-এ আসতে চেয়েছিল, এই ঘুরতে যাওয়াতে নিখিলেশ বিমলার সঙ্গ চেয়েছিল কিন্তু দেশের-কাজের ক্ষতি হবে বলে সে যেতে রাজি হয়নি। এতকিছুর পরও নিখিলেশের বিশ্বাস ছিল অটুট। সে অপেক্ষা করেছে এ ভেবে যে ঘরের বাইরের পরিবেশ যখন বিমলার চেনাশোনা হয়ে যাবে তখন নিশ্চই সে তার প্রকৃত স্থানে ফিরে আসবে। নিখিলেশে এই বিশ্বাস ফল দিয়েছিল। একদিন সন্দীপের প্রতি আকর্ষণে নিখিলেশের স্ত্রী হয়েও জীবনের যা কিছু মধুর, পবিত্র তা ধুলোয় নামিয়ে কাগজের খেলার নৌকার মতো নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যেতে বসেছিল সেই সময় সন্দীপের ছদ্মবেশী রূপ বিমলার কাছে ধরা পড়ে। প্রতদিন সেই সন্দীপকে সে ভক্তি করেছে তার কামনার উদ্দামতা দেখে বিমলা মনে মনে অশ্রদ্ধা করতে শুরু করে কিন্তু সন্দীপের মুখে যখনই হৃদয়হরনের বানী শুনেছে তখন সে বারে বারে একই ভুল করে সন্দীপকে ছোট চোখে দেখতে পারেনি। বিমলা মোহগ্রস্থ হয়ে সন্দীপের সামনে ধরা দিলেও সন্দীপ তা আত্মসাৎ করতে পারেনি। কারন তার মনে জেগেছিল প্রেমিক সত্ত্বা। তখন নিখিলেশের মনে এসেছে শূন্যতা, বিমলা বিহীন জীবন সে কীভাবে কাটাবে এই নিয়ে ভেবে নিখিলেশের মন অস্থির হয়ে উঠেছে। বিমলার মনেও তখন ছিল আক্ষেপের বন্যা। সে ধীরে ধীরে স্বামীর ভালোবাসার গভীরতা অনুভব করতে শুরু করেছিল। যে সন্দীপকে বিমলা মোহগ্রস্ত হয়ে ভালোবেসেছিল সেই সন্দীপকেই যখন স্বার্থান্বেষী অর্থলোলুপ, বিলাসী রূপে দেখেছে তখন বিমলার বিশ্বাসে ভাঙন ধরেছে। সন্দীপের জন্যই সে টাকা গয়না চুরি করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। সন্দীপের জন্য এই চুরির অপরাধে স্বামীর কাছে লজ্জায় মাথা নত করেছে। দেশসেবার আকুলতায় পরে যে সন্দীপকে সে কাছে টেনে ভুল করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত হেতু সে তার স্বামী নিখিলেশের কাছে ফিরে এসেছে। বাইরের কঠিনতার পরিচয় পেয়ে স্বামী নিখিলেশের বিশ্বাসের সত্যতার প্রমাণ পেয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। নিখিলেশ উদার মানসিকতা নিয়ে তার স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনকে গ্রহণ করেছে।

এই সন্দীপ নিজের কাছেই নতুন আবিষ্কার। ধর্মের ধুয়ো, দেশের ধুয়ো দিয়ে যে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করতে চেয়েছে। লোককে পরিচালনা করতে চেয়েছে কথায় এবং কাজে-তার থেকে এ সন্দীপ অনেক আলাদা। এখানে তার প্রেমের জয়। তাই বিমলার গয়নার বাক্স আর দু'হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে

International Conference on
Researches in Engineering, Science, Technology, Management and Humanities (ICRESTMH – 2024)
25th August 2024, Bhubaneshwar, Odisha, India

সে। সন্দীপের মধ্যে লোভ, স্বার্থপরতা, মেকি দেশপ্রেম থাকলেও বিমলার প্রতি সে প্রেমমুগ্ধ হয়েছিল। আর তাই শেষ পর্যন্ত সে বিমলার কোনো অনিষ্ট হতে দিতে চায়নি।

নিখিলেশ আগাগোড়া আদর্শবাদী এবং দাম্পত্য প্রেমে তার মধ্যে সম্পূর্ণ নিবেদন ছিল। কিন্তু বিমলার প্রকৃতি তার সঙ্গে মেলেনি। ঘরে ও বাইরে দু-জায়গাতেই যে মানুষের আসা- যাওয়া, তার বোধহয় কোনো এক মহলের না পাওয়ার বেদনা ভোলার পথ থাকে। তাই বিমলাকে মুক্ত আকাশের আস্বাদ দেওয়াতেই নিখিলেশ তাকে কলকাতায় আনতে চেয়েছিল। বিমলার আত্মজাগরণেও নিখিলেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নিখিলেশ বিমলাকে দেবীর আসন দিয়েছিল, পূজারি ছিল সে একাই। কিন্তু বিমলার যে সত্তা পূজো পায়নি সেই ক্ষুধার্ত অবদমিত সত্তাই নিজেকে আবিষ্কার করে নতুন আলোয়। স্নিগ্ধ যাপনে অভ্যস্ত বিমলা হঠাৎ কালবৈশাখীর আচমকা আক্রমণে চঞ্চল হলেও, জীবনের শুভ বোধ, আস্থার প্রতি শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকতে পেরেছে বোধহয় নিখিলেশের জন্য আর কতকটা তার তথাকথিত 'সতীত্বের' অহংকারে। অধরাকে মর্ত্যের মাটিতে বিমলার মধ্যে সন্ধান করেছিল নিখিলেশ। কিন্তু ভালোবাসার প্রতি অতিরিক্ত আস্থা ছিল তার। যার জন্য বিমলাকে বলতে পেরেছিল, "সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"[৭]

বিমলা সেই প্রজাতির মেয়ে যাকে জোরের সঙ্গে কিছু দেখালে সে দেখে। স্বদেশীর নামে যে ধ্বংসলীলা সময় শুরু হয়েছিল তার উন্মাদনা গ্রাস করেছিল বিমলাকে। তাই সঙ্গীর অভাবে বিমলা যখন অবচেতনে অস্থির, সেই সময় স্বদেশি আন্দোলনকে আশ্রয় করেই তার জীবনে সন্দীপের প্রবেশ। সোজা-সাপটা চলা, বলাতেই সন্দীপ অনন্য। নির্ভেজাল স্তুতির মধ্যে দিয়ে বিমলাকে বড়শিতে গেঁথেছিল সে। বিমলাও বুঝি মরতেই চেয়েছিল। সন্দীপের বক্তৃতা শুনে উদ্দীপিত হয়েছে। তার একলা চলা মনটা দোসর খুঁজে পেয়েছে। সন্দীপ পাকা শিকারী। তাই শিকার চিনে নিতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি তার। সে বুঝেছে শক্তির স্তুতিতেই দেশপ্রেমের আঘ্রান মিশিয়ে বিমলাকে কব্জা করা সম্ভব। বিমলাও ক্রমশ সন্দীপের মন্ত্রে দিক্ষিত হয়েছে। কিন্তু প্রেম সে অর্পণ করেনি সন্দীপকে। এমনকি সন্দীপের মাধ্যমে বিমলার এই জাগরণ প্রভাবিত হলেও, একটা সময়ের পর ক্রমশ বিমলা বুঝতে পারে সন্দীপের সঙ্গেও জীবনের রেখাটা মাঝে মাঝেই অসমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে। তাই সে তার ভুল সংশোধন করেছে। স্বামীর ভালোবাসার কাছে ফিরে এসেছে। আপ্রাণ শুদ্ধ হতে চেয়েছে তার সংস্কারের গরিমায়। সন্দীপের সম্মোহন থেকে মুক্ত হয়ে সে বলে, "আমি আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তার পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তার গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।"[৮]

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টমখণ্ড, উপন্যাস, প্রকাশ জুলাই ১১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলিকাতT ৭০০০১ পৃষ্ঠা – ১০.
২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫০
৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সৃষ্টিসমীক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড, নূতন সং ক্ষরণ, ওরিয়েন্ট বুৰু কোম্পানি, কলিকাতা ৭০০০০৭, -পৃষ্ঠা -৩৯৮.